মেহেরপুরে জমকালো আয়োজনে এশিয়া পোস্টের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজন, প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও উৎসবমুখর আবহের মধ্য দিয়ে অনলাইন ও মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এশিয়া পোস্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ব্যান্ড শো, আলোচনা সভা এবং কেক কাটার মধ্য দিয়ে এশিয়া পোস্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা, গণমাধ্যমকর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

এশিয়া পোস্টের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফির সঞ্চালনায় আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসুদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সজ্জাদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘এশিয়া পোস্টের আজকে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। যেভাবে এশিয়া পোস্ট যাত্রা শুরু করেছে, তাতে অচিরেই এটি বাংলাদেশের প্রথম সারির একটি গণমাধ্যমে রূপান্তরিত হবে। এশিয়া পোস্টের মাধ্যমে মেহেরপুরসহ সারা দেশের সমস্যা-সম্ভাবনার কথা উঠে আসবে এবং এটি সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করবে, এটাই সকলের প্রত্যাশা।’

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, মেহেরপুর জেলা বারের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মেহেরপুর জজ কোর্টের পিপি অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আলামিন ইসলাম বকুল এবং জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসুদ।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আলামিন ইসলাম বকুল বলেন, ‘আমরা কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করে দেখেছি কিভাবে এশিয়া

পোস্ট যাত্রা শুরু করেছে, কারা এখানে কাজ করছে এবং কিভাবে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ তথ্যের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন করছে। এভাবেই এশিয়া পোস্ট মানুষের হৃদয়ে আস্থা তৈরি করে নেবে।’

মেহেরপুর জজ কোর্টের পিপি অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, ‘এশিয়া পোস্ট গতানুগতিক খবর প্রকাশ না করে, খবরের ভেতর থেকে খবর বের করে আনবে, এমনটাই প্রত্যাশা আমাদের।’

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, ‘এশিয়া পোস্ট কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর হয়ে নয়, বরং বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ভূমিকা রাখবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।’

এর আগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে স্থানীয় শিল্পীদের ব্যান্ড ‘ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট’ এর সদস্যরা মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করেন। প্রাণবন্ত এ পরিবেশনা অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। পরে কেক কেটে এশিয়া পোস্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উদযাপন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মো. শামিম হোসেন, জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মোহাম্মদ রাব্বি, অ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমান স্বপন, জাসাস সভাপতি বাকা বিল্লাহ, মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি হিসেবে জামায়াতে ইসলামী নেতা আব্দুল জব্বার, সিপিপি নেতা অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান, পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাসসহ জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গণমাধ্যমকর্মী, সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুর সদর ইউএনও মোঃ

খায়রুল ইসলামকে বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলামকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতি পেয়ে তাকে পাবনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সদর উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে এ বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম। তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার স্মৃতি ও মেহেরপুরবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাসান, উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আখি, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, নির্বাচন অফিসার বাবু হক, বিআরডিবি কর্মকর্তা হাসানুজ্জামান ও ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল মতিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

বক্তারা বিদায়ী ইউএনও’র সততা, দক্ষতা ও জনবান্ধব কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং তার নতুন কর্মস্থলে সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে মোঃ খায়রুল ইসলামের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, মোঃ খায়রুল ইসলাম দায়িত্ব পালনকালে উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বলে স্থানীয়ভাবে প্রশংসিত।

মেহেরপুরের নবাগত ইউএনও বাবলু সুত্রধরের যোগদান

মেহেরপুর সদরের নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বাবুল সুত্রধর যোগদান করেছেন। তিনি আজ থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

সোমবার দুপুরে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধর মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদে এসে পৌঁছালে বিদায়ী ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। পরে বিদায়ী ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম সদর উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নবাগত ইউএনও বাবলু সূত্রধরের পরিচয় করিয়ে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আঞ্জুমান আরা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলামসহ উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধর বলেন, সকলের সহযোগিতা নিয়ে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলায় সুষ্ঠু ও জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তুলতে কাজ করতে চান।

মেহেরপুরে নিউ পপুলার বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও সংরক্ষণের দায়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিউ পপুলার বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার (১১ এপ্রিল) সকাল ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ ও খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সজীব পাল এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও সংরক্ষণের দায়ে নিউ পপুলার বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এ সময় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ও ঔষধ বিক্রি থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে আজ থেকে বোম্বায় ও ১৮ মে হিমসাগর সংগ্রহ শুরু

মেহেরপুরে নিরাপদ, বিষমুক্ত ও পরিপক্ক আম বাজারজাত নিশ্চিত করতে বিভিন্ন জাতের আম সংগ্রহের তারিখ নির্ধারণ করেছে জেলা প্রশাসন।

নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ ১১ মে থেকে বোম্বায় ও গোপালভোগ আম ভাঙা শুরু হবে। আর জনপ্রিয় হিমসাগর আম সংগ্রহ করা যাবে আগামী ১৮ মে থেকে।

রোববার সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে স্থানীয় আমচাষি, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ফজলি আম ২৩ জুন, ল্যাংড়া ২৮ মে এবং মল্লিকা ১০ জুন থেকে সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়া সর্বশেষ ১৫ জুলাই থেকে বিশ্বনাথ, আশ্বিনা ও বারি-১২ জাতের আম ভাঙা যাবে।

আলোচনা সভায় ক্ষতিকর রাসায়নিকমুক্ত নিরাপদ আম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের স্বার্থে আম সংগ্রহের নির্ধারিত সময় মেনে চলা, আমে ক্ষতিকর স্প্রে নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বিক মনিটরিং জোরদারের বিষয়ে

ঢাকায় ছিনতাইয়ের কবলে লাইফ কেয়ার হাসপাতালের পরিচালক সাইফুল

লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব এন্ড হাসপাতালের পরিচালক ও মেহেরপুর বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ছিনতাইয়ের কবলে পড়েছেন।

আজ সোমবার ভোরে তিনি মেহেরপুর থেকে ঢাকায় পৌঁছালে ঢাকার রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারের সামনে তিনি ছিনতাইয়ের শিকার হন।

এ সময় ছিনতাইকারিরা অস্ত্রের মুখে তাঁর মোবাইল, মানিব্যাগ, ক্রেডিট কার্ড, আইডি কার্ড ফিঙ্গারসহ ছিনিয়ে নিয়েছে।

সাইফুল ইসলাম ফেসবকু আইডি অথবা হুয়াটসঅ্যাপসহ যে কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে টাকা পয়সা চাইলে পরিবারের পক্ষ না দেওয়ার জন্য আহবান জানানো হয়েছে।

এমপি হয়েও মাদ্রাসার বেতন-ভাতা নিচ্ছেন তাজ উদ্দিন খান

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান। তিনি মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমিরের দায়িত্বও পালন করছেন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও তিনি এখনো খাতা-কলমে কর্মরত রয়েছেন মুজিবনগরের মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী পদে। সংসদ সদস্য

হওয়ার পরে মাদ্রাসা থেকেও নিচ্ছেন বেতন-ভাতা। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর মাদ্রাসা থেকে অবৈতনিক ছুটি নেওয়ার নিয়ম থাকলেও তিনি ছুটি নেননি, এমনকি মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থেকেও মাসের পর মাস বেতন ও ভাতা নিচ্ছেন। এনিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ চলছে শিক্ষক ও কমিটির সদস্যদের মাঝে।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সহকারী মৌলভী বর্তমান সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান মানিক নগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের আংশিক বেতন, মার্চ ও এপ্রিল মাসের পুরো বেতন নিয়েছেন। এর সাথে পেয়েছেন মার্চ মাসে ঈদুল ফিতরের বোনাস এবং এপ্রিলে পেয়েছেন বৈশাখি ভাতা।

মাদ্রাসার হাজিরা খাতা দেখে জানা গেছে, তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত রয়েছেন। বেতন শিটে প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারীর স্বাক্ষর করতে হলেও তাঁর স্বাক্ষর তাঁর অনুপস্থিতেই কেউ করে দিচ্ছেন। এ নিয়ে মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিও।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা (২০২৫) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুযায়ী, কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী যদি অন্য কোনো লাভজনক পদে বা পূর্ণকালীন চাকরিতে নিয়োজিত হন, তবে তার এমপিও সুবিধা স্থগিত বা বাতিল হয়ে যায়। সংসদ সদস্য পদটি একটি পূর্ণকালীন ও লাভজনক পদ হিসেবে গণ্য হয়। তাই নির্বাচিত হওয়ার পর শিক্ষকতা পেশায় সক্রিয় থেকে বেতন নেওয়া আইনত জটিল।

একই নীতিমালার ৪.২৪(২) ধারায় বলা হয়েছে, কোন শিক্ষক ৬০ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তার এমপিও স্থগিত অথবা বাতিল হয়ে যাবে।

নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে, যদি কোনো শিক্ষক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, তবে তাকে সাধারণত তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লিয়েন বা অবৈতনিক ছুটি নিতে হয়। এই সময়ে তিনি শিক্ষক হিসেবে কোনো বেতন-ভাতা পাবেন না, তবে তার চাকরির সিনিয়রিটি বা পদ বহাল থাকতে পারে।

জানা গেছে, নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে তাজ উদ্দিন খান রাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট বেতন, নির্বাচনি এলাকা ভাতা, আবাসন সুবিধা,

চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই সুবিধাগুলো শিক্ষক হিসেবে প্রাপ্য ভাতার চেয়ে অনেক বেশি বা লাভজনক।

মাদ্রাসার শিক্ষকরা জানান, ২০২৪ এর ৫ আগস্টের পর থেকে তাজ উদ্দিন খান ঠিকমত মাদ্রাসায় হাজিরা দেন না। মাঝে মধ্যে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে যেতেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুরু হলে তিনি তখন একজন প্যারা শিক্ষক নিয়োগ দেন। কিন্তু তিনি ছুটি না নিয়ে বেতন তুলছেন। চলতি মে মাস থেকে সেই প্যারা শিক্ষকও আর আসেন না। ফলে তাঁর ক্লাসগুলো অন্যান্য শিক্ষকদের অতিরিক্ত নিতে হচ্ছে। তিনি এমপি নির্বাচিত হওয়ায় কেউ তাকে নিয়ে কথা বলতে পারেননা। কিন্তু মাদ্রাসা কতৃপক্ষ তাকে বেতন-ভাতা দিয়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে মাদ্রসার অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, ‘এ মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খান এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে কয়েকবার বলেছি ছুটি নিতে অথবা শিক্ষা অধিপ্তর থেকে তার পক্ষে কোন নির্দেশনা নিয়ে আসতে । তারপরও তিনি ছুটি নেননি। তিনি না আসলেও তার বেতন -ভাতা দিতে হচ্ছে।’ তাজ উদ্দিন খানের পরবর্তিতে যদি অন্য কোন শিক্ষক এমন করতেন তবে কি করতেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এর বেশি কিছু বলতে পারবো না।’

মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আহমদ আলী বলেন, ‘এমপি তাজউদ্দিন খানের বিষয়ে আমি গত মিটিংয়ে প্রিন্সিপালকে বলেছি, একজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকবে আর আমি বেতন শিটে সই করবো তা হবে না। সরকারি টাকা এভাবে নষ্ট করলে কৈফিয়ত দেবে কে?’ আমি এপ্রিল মাসেও সই করেছি কিন্তু মে মাসের বেতনে সই করবো না বলে জানিয়ে দিয়েছি।’

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো: মামুন উদ্দিন আল আজাদ বলেন, এমপিও ভুক্ত কোন শিক্ষক সরকারের দুই কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা উত্তোলণ করতে পারবেন না। মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, আমি অধ্যক্ষকে বলেছি আপনি এ বিষয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের মহাপরিচালক, এমনকি শিক্ষা সচিব মহোদয়ের কাছে থেকে মতামত নিয়ে তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।’

তবে এ বিষয়ে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খানের সাথে

যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,‘ নির্বাচনের পরপরই রোযার ছুটিতে মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেলো, তারপরপরই আবার সংসদ অধিবেশন শুরু হয়ে গেলো। যে কারণে মাদ্রাসা কমিটির সাথে আমার বসার সুযোগ হয়নি। আমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বলেছি আমার বেতন চালু থাক। আমি বেতন তুলে রাষ্ট্রিয় কোষাগারে জমা দিয়ে দেব, যার স্লিপ মাদ্রাসায় থাকবে।

তিনি আরো বলেন, বেতন বন্ধ হয়ে গেলে পুনরায় বেতন চালু করা কষ্ট হয়ে যায়, এ জন্য এ কথা বলেছি। গত তিন মাসের বেতনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘অধিদপ্তর যদি বলে উত্তোলণকৃত টাকা জমা দিতে হবে আমি জমা দিয়ে দেব। এবং যদি অবৈতনিক ছুটি নেওয়ার বিধান থাকে তবে অধিদপ্তরের সাথে আলাপ করে প্রয়োজনে ছুটি নেব।’

উল্লেখ্য, মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা । প্রতিষ্ঠানটিতে ২৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩০ জন। ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় ২৭ জন অংশ নিয়ে পাশ করেছেন ১৩ জন, কেউ জিপিএ ৫ পায়নি।

মেহেরপুরে আবু জাফর দম্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা

মেহেরপুরে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের (নগদ) মাধ্যমে প্রতারণা ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আবু জাফর ওরফে কনক দম্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ৭ মে বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সদর আমলী আদালতে হাজির হয়ে মামলা দায়ের করেন মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবসায়ী হাসান হাফিজুর রহমান। মামলাটি আমলে নিয়ে বিচারক আসামিদের বিরুদ্ধে সময় জারি করেছেন।

মামলার আসামিরা হলেন শহরের মন্ডলপাড়ার মোঃ আবু জাফর সিদ্দিক কনক ও তার স্ত্রী মোছাঃ ফিরোজা। মামলার বাদি হাসান হাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, বাদীর এশিয়া নেট মোড়ে “সাদাদ মেডিসিন কর্নার” নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি বিকাশ, নগদসহ মোবাইল ব্যাংকিং সেবাও পরিচালনা করেন তিনি। আসামিদের বাড়ি বাদীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি হওয়ায় এবং তারা নিয়মিত ওষুধ ক্রয় করায় উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

অভিযোগে বলা হয়, গত ৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আসামিরা বাদীর প্রতিষ্ঠানে এসে জানান, তাদের মেয়ে ঢাকায় পড়াশোনা করেন এবং জরুরিভাবে তাকে টাকা পাঠাতে হবে। পরে বাড়ি থেকে টাকা এনে পরিশোধ করবেন বলে আশ্বাস দেন তারা।

বাদী সরল বিশ্বাসে আসামিদের দেওয়া ০১৮৭৬-২৫৯৮৬৪ নম্বরে প্রথমে ১৮ হাজার ৫০০ টাকা এবং পরে আরও ১৮ হাজার ৭৫০ টাকা পাঠান। এতে মোট ৩৭ হাজার ২৫০ টাকা প্রদান করা হয়।

এরপর থেকেই আসামিরা বাদীর প্রতিষ্ঠান ও আশপাশে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। মোবাইল ফোনেও যোগাযোগের চেষ্টা করলে তারা সাড়া দেননি বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় বাদী মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সমিতির পক্ষ থেকে আসামিদের ডাকা হলেও তারা উপস্থিত হননি। পরে বাজার কমিটির সদস্যরা আসামিকে তার ইজিবাইকসহ আটক করলে তিনি জামানত হিসেবে ইজিবাইকটি ব্যবসায়ী সমিতিতে রেখে যান। তবে এখনো টাকা পরিশোধ করেননি বলে অভিযোগ রয়েছে।

সর্বশেষ গত ১ মে বিকেল ৫টার দিকে বাদী সাক্ষীদের নিয়ে আসামিদের বাড়িতে গিয়ে পাওনা টাকা চাইলে আসামিরা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং খুন-জখমসহ বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার ভয়ভীতি দেখিয়ে অপদস্থ করে বাড়ি থেকে বের করে দেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে এক রাতেই ৩টি ট্রান্সফরমার চুরি, অনিশ্চয়তায় ৩শ বিঘা জমির ফসল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি মাঠ থেকে কৃষকদের সেচ পাম্পের তিনটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে।

ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় স্কিমের আওতায় থাকা প্রায় ৩শ বিঘা আবাদি জমির সেচ কার্যক্রম নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা।

রোববার (১০ মে) রাতের কোনো এক সময় গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামের মাঠ থেকে সৌরভ, পারুলা ও মিলনের পৃথক স্থানে থাকা তিনটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়।

করমদি গ্রামের মিলন হোসেন জানান, রাতের আঁধারে সেচ পাম্পের ট্রান্সফরমারটি চুরি করে নিয়ে গেছে চোরচক্র। এই সেচ প্রকল্প থেকেই তার সংসার চলে। এখন তার স্কিমের আওতায় থাকা প্রায় ১২০ বিঘা জমি সেচ সংকটে পড়বে। নতুন ট্রান্সফরমার কিনতে প্রায় এক লাখ টাকা লাগবে, যা তার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়।

একই এলাকার আরেক ভুক্তভোগী সৌরভ হোসেন বলেন, সকালে মাঠে গিয়ে দেখেন খুঁটিতে থাকা ট্রান্সফরমারটি মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। ট্রান্সফরমারের ভেতরের তেল ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ চোরেরা নিয়ে গেছে। বিষয়টি বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসে জানানো হলে তারা পুরো ট্রান্সফরমারের মূল্য জমা দেওয়ার কথা জানায়।

পারুল খাতুন বলেন, তার ট্রান্সফরমারটি লোহার শেকল ও রড দিয়ে শক্তভাবে বাঁধা ছিল। তারপরও চোরেরা সেটি চুরি করে নিয়ে গেছে। একই রাতে তিনটি ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় প্রায় ৩২০ বিঘা ফসলি জমির সেচ কার্যক্রম হুমকির মুখে পড়েছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুতের বামন্দী জোনাল অফিসের এজিএম (কম) সৌমিক জানান, উপজেলার করমদি গ্রামের মাঠ থেকে তিনটি ট্রান্সফরমার চুরির খবর পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে এসে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করলে দ্রুত নতুন ট্রান্সফরমার সরবরাহ করা হবে।